রেল বার্তা

আসানসোল ও হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন সেকশন পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার বৃহস্পতিবার এই রেলের আসানসোল ও হাওড়া শাখায় জসিডি-দুমকা, দুমকা-রামপুরহাট, সাঁইথিয়া-অন্ডাল সেকশন পরিদর্শন করেন। পূর্ব রেলের আসানসোল শাখার দুমকা সেকশনে জসিডি, বাসুকীনাগ ও দুমকা স্টেশনে যাত্রীদের কী কী সুযোগসুবিধা প্রয়োজন তা ঘুরে দেখেন জেনারেল ম্যানেজার। এছাড়া এই শাখার নিরাপত্তা সংলগ্ন বিষয়টিও খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। এই শাখাগুলি পরিদর্শনের সময় পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন আসানসোল এবং অন্যান্য শাখার প্রিন্সিপাল অফিসাররা। রাও বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং পরিদর্শনে গিয়ে গেটম্যান, গ্যাংম্যান, স্টেশন মাস্টার এবং টেকনিকাল কর্মীদের সঙ্গেও পরিচিত হন। এছাড়া এই সেকশনে ট্রেনগুলি যাতে যথাসময়ে চলাচল করে সেদিকে লক্ষ রাখা ছাড়াও যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন তিনি।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও বৃহস্পতিবার বাসুকীনাগ ও দুমকা স্টেশন পরিদর্শনে গিয়ে একটি লেভেল ক্রসিংটের গেট পরীক্ষা করে দেখছেন।

রাও এরপর পিনারগড়িয়া, কুনুরি, উখরা সহ দুমকা-রামপুরহাট ও অন্ডাল-সাঁইথিয়া সেকশনের একাধিক স্টেশন পরিদর্শন করেন। জেনারেল ম্যানেজারের এই পরিদর্শনের সময় হাজির ছিলেন হাওড়া ও শিয়ালদহের ডিআরএম সহ সব বিভাগের প্রিন্সিপাল অফিসাররা। রাও এই সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনে কেবিন, স্টেশন মাস্টারদের ঘর ও বুকিং কাউন্টারগুলিও খুঁটিয়ে দেখেন। এছাড়া টিকিট ভেন্ডিং মেশিন ও ওয়েটিং রুমগুলির কি পরিস্থিতি তা নিয়েও কথা বলেন সংশ্লিষ্ট কর্মীর সঙ্গে। দুই শাখার বিভিন্ন সেকশন পরিদর্শনের পর রাও শিয়ালদহ এবং আসানসোল শাখার ডিআরএমদের ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা বজায় রাখতে পুরো বিষয়টির উপর নজর রাখা এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে সব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন।

নানদেদে এগিয়ে কংগ্রেস

নানদেদ, ১২ অক্টোবর : নানদেদ-ওয়াঘলা সহ পুর কর্পোরেশনের নির্বাচনে এগিয়ে গেল কংগ্রেস। তারা ঘোষিত ১৬টির মধ্যে ১৫টি আসন পেয়েছে। বিজেপি পড়ে আছে অনেক পিছনে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে কংগ্রেস ৩৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। ৮১ আসনবিশিষ্ট এই পুরসভায় কংগ্রেসের সাফল্যে খুশি রাজ্য কংগ্রেস প্রধান অশোক চৌহান।

নানদেদ পুরসভার ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টি ছিল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা একটি আসন দখল করেছে ও আরও চারটি আসনে এগিয়ে আছে বলে জানা গেছে। শিবসেনা এগিয়ে আছে দু'টি আসনে এবং অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তাহুদাল মুসলিম ইন (এআইএমআইএম) এগিয়ে আছে একটি আসনে। তবে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ন্যাশনাল কংগ্রেস কোনও আসন দখল করতে পারে নি। রাত ১টা পর্যন্ত ভোটগণনা চলবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এক মুখপাত্র।

যদিও পুরসভার নির্বাচন কিন্তু কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই দলই একে মর্যাদার লড়াই হিসেবে দেখছিল। প্রসঙ্গত, নানদেদ সহ ছত্তুর শাহিদ গুরদ্বারের জন্য বিখ্যাত। শিখ ধর্মগুরুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যথেষ্ট জনসমাবেশ হয়। ফলে এই পুর নির্বাচনেরও গুরুত্ব রয়েছে।

রাজধানীতে শীর্ষ আদালত বাজি নিষিদ্ধ করায় ক্ষুব্ধ রামদেব

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্ট রাজধানী ও সংলগ্ন এলাকায় বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ করায় প্রবল ক্ষুব্ধ যোগগুরু বাবা রামদেব। তাঁর দাবি, দিওয়ালির আগে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই এই রায় দেওয়া হয়েছে। যেভাবে হিন্দুদের উৎসবকে রাডারের নিচে রাখা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভুল বলে মন্তব্য করেছেন যোগগুরু। তিনি ছাড়েননি কংগ্রেসের নেতা ও সাংসদ শশী থারুরকে। থারুর সম্প্রতি বাজি বিক্রি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সমর্থন করেন। সেই কারণে শশী থারুরকে আক্রমণ করে রামদেব বলেছেন, থারুরের মতো বুদ্ধিজীবীর মুখে একথা মানায় না। তাঁর উচিত নয় এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় বাজি বিক্রেতাদের লাইসেন্স দেওয়া স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেয় প্রশাসনকে। এই নির্দেশ ২০১৭'র ১ নভেম্বর পর্যন্ত কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়। বাজি বিক্রি ও মজুত করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বাজি বিক্রেতারা। ব্যাপকভাবে বাজি পোড়ানো এমন বহু মানুষও ক্ষুব্ধ। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাঁরা ট্রাইট করে বলেছেন, 'শোনপাপড়ির উপর বরং নিষেধাজ্ঞা জারি হোক, কিন্তু বাজির উপর নয়। আবার রাজধানী সহ সংলগ্ন এলাকায় বিপুল মানুষ এই রায়ে খুশি। খুশি তাদের অভিজ্ঞতা থেকে।

খুশি পরিবেশবিদরাও। কারণ গত বছর দিল্লিতে বাজি পোড়ানোর ফলে শুধু শব্দদূষণই নয়, প্রবলভাবে দূষিত হয় পরিবেশ। পুরো দিল্লি চলে যায় দূষণের কবলে। বহু সুস্থ মানুষেরও শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। আর অসুস্থ, শিশু ও বৃদ্ধরা তো ভয়ানকভাবেই এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শিকার হন। সে সময় দিল্লি সরকার অনেক মন্তব্য করলেও এবার সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা আপ নেতাদের এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করতে শোনা যায়নি।

অবশ্য এই রায় কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কারণ গত বছরও সুপ্রিম কোর্ট রাজধানীতে বাজি বিক্রির লাইসেন্স দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরে থেকে প্রচুর বাজি এনে পোড়ানো হয়। এছাড়া শীর্ষ আদালত পুলিশ সামগ্রিকভাবে বাজি বিক্রি করতে পারবে বলে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের সুযোগেই গত বছর প্রচুর লাইসেন্স পেয়ে যায় বাজি বিক্রেতারা।

এবার বিচারপতি এ কে সিকরির নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ তাদের রায়ে স্পষ্ট জানিয়েছে, গত বছরের রায়ে বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করা হলেও কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আদালতের উদ্দেশ্য ছিল তাদের রায়ে কোনও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কি না, তা খতিয়ে দেখা। কিন্তু সেই রায়ের অপব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালেও সুপ্রিম কোর্ট রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত বাজি ফাটানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য এই রায় নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। বিজেপি নেতারাও কোনও মন্তব্য করেনি। কংগ্রেসের তরফে শুধু শশী থারুরই রায়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এবার নরেন্দ্র মোদীঘনিষ্ঠ যোগগুরু রামদেব রায়ের তীব্র বিরোধিতা করলেন। এ থেকে অনেকেরই সন্দেহ, বিজেপি ও সরকারের মনের কথাই বলেছেন যোগগুরু। তাই শশী থারুরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন আরুষির দাদু

নয়া/এলাহাবাদ, ১২ অক্টোবর : এলাহাবাদ হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার চিকিৎসক দম্পতি নুপুর ও রাজেশ তলোয়ারকে মুক্তি দিয়েছে। এই দম্পতি তাদের কন্যা আরুষি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ছিল গাজিয়াবাদের দশনা জেলে ছিলেন। ২০১৩ থেকে তারা জেলবন্দি থাকে। শুক্রবার সম্ভবত তলোয়ার দম্পতি জেল থেকে বেরিয়ে বাইরের পৃথিবীর আলো দেখতে চলেছেন। বিচারপতি ডি কে নারায়ণ ও বিচারপতি এ কে মিশ্রা'র বেঞ্চ সিবিআই আদালতের বিরুদ্ধে তলোয়ারদের আবেদনের ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন আরুষির বৃদ্ধ দাদু। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ। ছেলে ও পুত্রবধূ জেলে বন্দি থাকলেও তাঁর আশা ছিল একদিন তারা ফিরবেই। সেই আশা এবার পূর্ণ হতে চলেছে। আরুষির দাদু বলেছেন, তিনি আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ এই রায় দেওয়ার জন্য। রায় শোনার জন্য আজও মানুষটি উদগ্রীব ছিলেন। তাই রায় বেরনোর পরই তিনি বলেন, 'আমরা জানতাম ওরা নির্দোষ।' এদিকে জানা গেছে, চণ্ডীগড়ের এই বিশিষ্ট চিকিৎসক দম্পতি যখন জেলবন্দি ছিলেন তখন তাদের দৈনিক ভাতা ছিল ৪০ টাকা। নয়ডার 'জলবায়ু বিহার' সেক্টর-২৫-এ চমৎকার বাড়ি ছিল তলোয়ার দম্পতির। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে ২০০৮ সালে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তারা জেলে যেতে বাধ্য হন। গাজিয়াবাদের দশনা জেলে শুরু হয় তাদের নতুন জীবন। জেলে প্রত্যেক বন্দির জন্য নির্দিষ্ট কাজ থাকে। রাজেশকে দেওয়া হয় জেলের মেডিক্যাল টিমকে সাহায্য করার কাজ। আর তাঁর স্ত্রী নুপুরকে দেওয়া হয় শিক্ষিকার কাজ। জেলের মহিলা ও তাদের সঙ্গে থাকা শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে।

জেলে দীর্ঘের সমস্যায় যেসব বন্দি ভুগছেন তাদের চিকিৎসা করার জন্য রাজেশ প্রতিদিন পেতেন ৪০ টাকা। এভাবে মাসে ১২০০ টাকা জমত তাঁর। নুপুরও শিক্ষিকার কাজের জন্য একই ভাতা পেতেন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হত। তবে রবিবার ছিল ছুটির দিন।

২০০৮ সালের ১৬ মে তলোয়ারদের একমাত্র সন্তান ১৩ বছরের আরুষিকে নয়ডার নিজের বাড়ির বেডরুমে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথমে তার মৃত্যুর জন্য সন্দেহ করা হয়েছিল বাড়ির কাজের সহায়ক হেমরাজকে। কিন্তু পরদিন বাড়ির ছাদ থেকে তারও মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই মামলা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। পায় বড় মাপের মিডিয়া কভারেজ। গাজিয়াবাদের দশনা জেলে থাকতে থাকতে তারা যখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষও ভুলতে বসেছিল তাদের কথা, সেই সময় এই চিকিৎসক দম্পতির মুক্তি নতুন করে আলোড়ন তুলল। সিবিআই এই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে যাবে কি না, এখনও জানা যায়নি।

মেয়েদের মাথার বিনুনি কাটার প্রতিবাদে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আর্জি জানিয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শহরের বহু পুরনো শ্রী প্রতাপ সিং কলেজের দরজায় তালা।

বডি ব্যাগ ও কফিনের জন্য ২০০১ থেকে অপেক্ষা করে আছে সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : এমওয়ান-১৭বি৫ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত সেনা-জওয়ানদের দেহগুলি পলিথিনের মুড়ে কার্ডবোর্ডের বাক্সে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়। এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেন নর্দান কমান্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল পনাগ। সেনাবাহিনী সেই ঘটনার পর কার্যত ক্ষমা চেয়ে জানায়, এরপর আর কখনও এই ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু সেনাবাহিনীরই একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, তাদের কাছে আর বডিব্যাগ বা কফিন নেই। ২০০১ সাল থেকে বরাত দিয়ে অপেক্ষা করা চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেগুলির দেখা মেলেনি।

কারগিল যুদ্ধের সময় প্রথম প্রচুর বডি ব্যাগ ও কফিনের প্রয়োজন হয়। ১৯৯৯ সালের ২ আগস্ট প্রথম চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তিতে সেনাবাহিনী ৩০০০ বডি ব্যাগ এবং ৪০০ কফিনের কথা বলে। বিভিন্ন ইউনিটের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই চুক্তিতে এই প্রস্তাব করা হয়। প্রসঙ্গত, অ্যালুমিনিয়াম কফিনের ওজন ১৮ কেজি অন্যদিকে বডি ব্যাগের ওজন ৫৫ কেজি। কিন্তু দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের আমলে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ এ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে পদত্যাগে বাধ্য হন। পরে অবশ্য তাঁকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ১৭ মার্চ পাতিয়ালা হাউস কোর্ট কফিনগুলি অবিলম্বে সেনাবাহিনীর হাতে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

আবার একমঞ্চে দেখা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী, নীতীশ ও লালুকে

পাটনা, ১২ অক্টোবর : 'মহাগঠবন্ধন' সরকারের পতন হয়েছে চলতি বছরের জুলাই মাসে। তারপর থেকে লালু আর নীতীশকে আর একমঞ্চে দেখা যায়নি। বরং দুই নেতাই সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু করেছেন। কিন্তু ফের তাদের একই মঞ্চ শেয়ার করতে দেখা যেতে পারে। ১৪ অক্টোবর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্ভবত পাটনায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর সঙ্গে অনুষ্ঠানে থাকবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নীতীশ কুমার। থাকতে পারেন সম্ভবত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর এক প্রাক্তন ছাত্র আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবও। শুধু থাকাই নয়, মঞ্চে একইসঙ্গে দেখা যেতে পারে তাদের।

যদি সত্যিই তা সম্ভব হয় তবে চলতি বছর জুলাই মাসে বিহারের 'মহাগঠবন্ধন' সরকারের পতনের পর এই প্রথম নীতীশ কুমার ও লালুপ্রসাদকে একই মঞ্চে ফের দেখা যাবে। আরও আকর্ষণীয় হল বিহারের এই দুই প্রবল পরাক্রান্ত রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সেদিন থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা প্রতিপক্ষের সঙ্গে একই মঞ্চে থাকতে চান না। সেরকম ঘটনাকে তাঁরা এড়িয়ে চলতেই চান।

তবে ১৪ অক্টোবর কেন লালুপ্রসাদ, নীতীশ কুমার ও মোদীর সঙ্গে একই মঞ্চে থাকতে রাজি হয়েছেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। রাজনৈতিক মহলের বড় অংশের ধারণা, সম্ভাবত প্রধানমন্ত্রী ওই দিন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে প্রচারের সবটুকু আলো শুষে নেবেন। সেইসঙ্গে কিছুটা আলো পড়বে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও। প্রচারের পুরোপুরি আলো তাঁরা দু'জনেই পান, লালু এটা চান না। তাই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর পর আরজেডি সুপ্রিমো কার্তিক লুফে নিয়েছেন এমন একটা সুযোগ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাসবিহারী প্রসাদ সিং জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ও নীতীশ কুমার যে আসছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে লালুর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ হাজার প্রাক্তন ছাত্রকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা ও শত্রুঘ্ন সিনহা এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান, জে পি নাড্ডা, অশ্বিনী চৌবে, উপেন্দ্র কুশওয়া ও রবিশঙ্কর প্রসাদ।

জয় শাহ'র বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের পুত্র জয় শাহকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্পর্কে সিবিআই তদন্ত দাবি করল কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী এদিন বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী যদি কীভাবে ব্যবসায়ীদের ১৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেকথা জানান, তবে আমি চমৎকৃত হব।"

এদিকে আহমেদাবাদের আদালত নিউজ ওয়েবসাইটগুলির বিরুদ্ধে করা জয় শাহ'র আবেদন স্থগিত রেখেছে। কংগ্রেস অভিযোগ করেছেন, মোদীর দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান নিছক 'আই ওয়াশ' ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেস আরও অভিযোগ করেছে, ২০১৪ সালে গেরুয়া দল ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ'র পুত্র জয় শাহ'র বাড়বাড়ন্ত কয়েকগুণ বেড়েছে। প্রিয়াঙ্কা আরও অভিযোগ

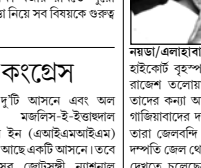

করেছেন যে, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই), আয়কর দফতর এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)কে ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে দেওয়ার জন্য। বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলি এই কাজে সাহায্য করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মুখপাত্রগুলিকে যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রিয়াঙ্কা। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিয়াঙ্কা আরও দাবি করেন যে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য ব্যবহার করছে। অথচ সিবিআইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেওয়া উচিত। চতুর্বেদীর মতে, বিজেপি প্রথমে জয় শাহকে আড়াল করার চেষ্টা করে। জয় নিছকই একজন ব্যবসায়ী। তার পিছনে এভাবে লাগা উচিত নয় বলে দাবি করে তারা। কেউ যেন জয়কে টার্গেট না করে বলে মন্তব্য করা হয়। এমনকী এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়ের সমর্থনে এগিয়ে এসে তাকে ক্লিনচিট দেন। কেউ আবার তাকে স্বাধীন ব্যবসায়ী বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার এখন জয়কে রক্ষার চেষ্টা করছে। অথচ জয় সাধারণ এক ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। তার বাবা ক্ষমতা পাওয়ার পরই জয়েরও রমরমা বাড়ে। কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা আরও জানতে চান, মামলাটি যদি গোলমেলে না হবে, তবে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল কেন তাকে আগাগোড়া রক্ষার চেষ্টা করে যাবেন।

তিরুবনন্তপুরমের সম্মুগম বিচে বৃহস্পতিবার টিয়াপাখিকে নিয়ে বসেছেন এক ভবিষ্যৎ বক্তা।

বিশ্বজুড়ে অনাহারের তালিকায় ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০০

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : গত তিন বছর ধরে বিশ্বজুড়ে অনাহারক্লিষ্ট দেশগুলির তালিকায় ভারত ছিল ৫৫ তম স্থানে। তার আগে ভারতের স্থান ছিল ৪৫। ২০১৪ সালে ভারত চলে আসে ৫৫ তম স্থানে। কিন্তু যে ঘটনা গভীর উদ্বেগজনক তা হচ্ছে ২০১৭ সালে ভারতের স্থান হয়েছে ১০০। ১১৯টি অনাহারক্লিষ্ট দেশের তালিকায় ১০০তম স্থান পাওয়া নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। গত বছরও ভারতের স্থান ছিল ৯৭।

বিশ্বজুড়ে অনাহারক্লিষ্ট দেশগুলির জন্য যে গ্রাফ তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের বিরাট অংশই অপুষ্টিতে ভুগছে। উচ্চতার তুলনায় তাদের শরীরের ওজনও যথেষ্ট কম।

২০১৫-১৬ সালে এ সংক্রান্ত যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতে ২১ শতাংশ শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে কম উচ্চতা ও ওজনের শিকার। অথচ ২০০৫-৬ সাল থেকে এই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। এখন একমাত্র ভারত ছাড়া আর মাত্র তিনটি দেশে উচ্চতা ও কম ওজনের শিশুদের সংখ্যা ২০ শতাংশের বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ার আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা পি কে যোশীর দাবি, নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে বৃহৎ সংখ্যক গরিব মানুষই এই ২০১৭তেও অপুষ্টির শিকার। মূলত খরা ও অন্যান্য জিনিসের অভাবই এর মূল কারণ। যোশীর দাবি, জিডিপি'র মাত্রা বাড়লেও খাদ্য এবং পুষ্টির নিরাপত্তা যে বাড়বে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারতে জিডিপি-র হারও কমেছে।

অপুষ্টি ও অনাহারের দিক থেকে ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০০। ভারতের পরে যে ১৯টি দেশ রয়েছে সেগুলি মূলত দক্ষিণ, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ। তাইমুর-লেসটি, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং উত্তর কোরিয়া এক্ষেত্রে ভারতের পরে রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার সময় বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সকলের অজান্তেই ঘটে যাচ্ছে বড়মাপের অনাহার। এই সেদিন পর্যন্ত অপুষ্টি ও অনাহারের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান যেখানে ছিল ৫৫ সেখানে এখন তার স্থান হয়েছে ১০০।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে ২০২২ সালের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত করার ডাক দিয়েছেন। অথচ আইএফপিআরআই-এর যে রিপোর্ট তা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। ভারতে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। প্রতি বছর বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতাও ক্রমশ বাড়ছে। এনসিআরবি-র রিপোর্ট অনুসারে শুধু ২০১৫ সালেই ভারতে ৪০ শতাংশ কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর পিছনেও রয়েছে ভুল কারণ। কৃষকরা বিপুল ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারছেন না। যদিও বিরোধী দলগুলির চাপে এবং কিছুটা বেকায়দায় পড়েই বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি সরকার কৃষি ঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির এখনও তেমন বদল হয়নি। চলতি বছরেও একাধিক রাজ্যের বহু কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। অর্থনীতিবিদদের মতে, কৃষকদের সঠিকভাবে চাষের সন্ধান দিতে হবে। বৃষ্টির বিকল্প হিসেবে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই বাঁচবেন তারা।